ইসলামে মুক্তি ও স্বাধীনতা।

(ক) “মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারণা মৌলগতভাবে একটি ইসলামী ধারণা”- vinnomot.com ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

(খ) “ক্রীতদাস প্রথা ইসলামের অঙ্গ, উহা আইনসিদ্ধ হওয়া উচিত। যাহারা বলে ইসলাম ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদে অবদান রাখিয়াছে, তাহারা কিছু জানে না, তাহারা মুসলমান নহে” - শেখ সালেহ্ আল্ ফওজান, - সৌদি আরবের সর্বোচ্চ শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ, সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ধর্মীয় গবেষণা-কেন্দ্রের সদস্য, প্রিন্স মিতায়েব মসজিদের ইমাম ও বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।

(গ) মানুষ যে একটি স্বাধীন সত্বা এবং তাহার ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলিতে সক্ষম, ইহা মুর্খের অভিমত মাত্র - The Process of Islamic Revolution -পৃষ্ঠা ৩১, -মৌদুদি।

(ঘ) ইসলামী সরকারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন জায়গা নাই, তাহার পক্ষে উহা সম্ভবও নহে”- "A Short History of The Revivalist Movement in Islam" - পৃষ্ঠা ৮, মৌদুদি।

“যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে....... ” - কবিগুরু। যতবার সাধারণ অরাজনৈতিক বিশ্ব-মুসলিম শান্তি-সাম্যের পথে পদক্ষেপ নিয়েছে ততবারই রাজনৈতিক ইসলাম পেছন থেকে তার লুঙ্গী টেনে ধরেছে। যতবার ইলিয়া ইরানীকে সমর্থন করতে চাই, ততবারই পথরোধ করে দাঁড়ান ভয়াবহ মৌদুদি আর সৌদি মওলানা, বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বালুর ভেতরে মাথা ঠুসে দেন যাতে কেউ কিছু দেখতে বুঝতে না পারে। স্বাধীনতা হতে হবে মাতৃস্নেহের মত সহজ সরল। এমন হতে হবে যেন ওটা বাচ্চাও বোঝে, কোন ফাঁক দিয়ে ওর মধ্যে “কিন্তু” শব্দটা ঢুকে পড়তে না পারে। যেন ঠিক উন্মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পাখীর দিক-পরিবর্তনের স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে যদি “এর মানে এই আর ওর মানে তাই” বলে ঘর্মাক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে কৃত্রিমভাবে “প্রমাণ” করতে হয়, তবেই বুঝতে হবে সর্ষের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে ভুত-পেত্নী আর ব্রহ্মদৈত্যি।

প্রমাণবিহীন একতরফা ঢালাও মন্তব্য করা (sweeping comments) বড়ই সহজ, আরামের ওই আত্মঘাতি ফাঁদেই আমরা কাটিয়েছি হাজার বছর। সে আত্মপ্রতারণায় আমাদের আম তো গেছেই, এখন ছালাও যাবার যোগাড়। আঘাতটা বাইরে থেকে যত না এসেছে, ভেতর থেকে এসেছে তার লক্ষগুন। আমাদের দলিলগুলোতে ধরে রাখা পরস্পর-বিরোধী তত্ব-তথ্য গুলোকে একসাথে হিসেবে ধরে বিশ্লেষণ করি না বলেই আমরা ঘড়ির কাঁটার মত চলতেই থাকি চলতেই থাকি, কিন্তু পৌঁছতে পারিনা কোথাও।

নীচের প্রত্যেকটা তত্ব-তথ্য আমাদেরই দলিল, ওগুলোতে ভয়ানক স্বাধীনতা-হীনতার প্রমাণ আছে। ওগুলোর গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা চাই। কিন্তু সে ব্যাখ্যা দিতেই হবে এমন নয়, সব সময় সেটা সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের শুধু মেনে নিতে হবে যে, আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন আমরা বিবেক ব্যবহার করব। ওই দলিলগুলোকে আমরা পালটাতে পারব না, কিন্তু আমরা গাধার মত সেটা বয়েও বেড়াব না অতীতের

ফটোকপি হয়ে। একথা মওলানারা ঘোষনা করে মেনে নিলে একটা বড় কাজ হয়।

ইসলামে স্বাধীনতার ওপরে ইলিয়া ইরানীর সাম্প্রতিক নিবন্ধতে ভালো দিকটা দেখানো আছে, যদিও প্রমাণ হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের চেয়ে সুত্রসহ বিধান, আইন বা প্রথা হলে প্রমাণটা শক্ত হত। শত হলেও আমরা তো বিজয়ীর লেখা ইতিহাসই পড়ছি, তাই না? যে কোন নিবন্ধকে পুর্ণরূপ দেয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক সবগুলো দলিলই দেখা দরকার, পছন্দ হচ্ছেনা বলে কোনটাকেই বাদ দেয়া ঠিক নয়। ইলিয়া ইরানী একটা দিক দিয়েছেন, আমার এ নিবন্ধটায় বাকী দলিলগুলো দেয়া হল, যাতে দু'দিক দিয়েই আলো এসে পড়ে। এ নিবন্ধটা বিশেষতঃ হাদিস-নির্ভর। "সাধারণ বুদ্ধি বা মূলনীতির বাইরে"র হাদিস বাদ দেবার কথা বলেছেন বিখ্যাত মওলানা আবদুর রহীম - (সুত্র ৬)। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে বিশ্লেষণ দাঁড়ায় তা-ই করা যাক এবার নৈর্ব্যক্তিকভাবে, তথ্যগুলোর কোনটা গ্রহনযোগ্য আর কোনটা নয় সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর রইল। দেবদাসের কথা উঠলেই যেমন পারুর কথা এসে পড়ে, তেমনি স্বাধীনতার কথা উঠলেই পরাধীনতা, পরাধীনতার সাথে গোলামী আর গোলামীর সাথে ক্রীতদাস-প্রথার কুৎসিৎ সত্যটা অবধারিত এসেই পড়ে।

বিরামহীন যুদ্ধ করে করে বিস্তীর্ণ আরব উপদ্বীপ জয় করেছিল মুসলমানরা। তারপর শতেক বছর ধরে পশ্চিমে মিসর-মরোক্কো থেকে স্পেন এবং পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমান সৈন্যদের একের পর এক অভুতপুর্ব সামরিক বিজয়ের ফলে মুসলমানরা কত হাজার কিংবা লক্ষ দাস-দাসীর মালিক হয়েছিল তা বলা মুশকিল। কব্জায় কত অজস্র দাস এলে মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাস-দাসীকে মুক্ত করতে পারেন তা শুধু কল্পনার বাইরে (সুত্র- ৪)। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে মুক্ত করেছিলেন সাড়ে পাঁচ হাজার ক্রীতদাস। মুসলমান হবার আগে-পরে হাকিম বিন হাজাম একাই মুক্ত করেছিলেন ২০০ জনকে (সুত্র- ৫)। তা ছাড়া হজরত ওসমানের মত বিপুল বিত্তশালী আরও অনেক সাহাবীদের বর্ণনা আছে, তাঁদের সবারই হাজার হাজার দাস-দাসী থাকার কথা। যেহেতু যুদ্ধে শত্রু পক্ষের পুরুষরাই মারা পড়ত, কাজেই যুদ্ধবন্দী দাস-দাসীদের বড় অংশই ছিল মেয়েরা এবং শিশুরা। দলিল বলছে, যেহেতু যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে এরা ছিল দাসী, তাই এসব মেয়েরা পাইকারী ভাবে বিজয়ী মুসলিম-সৈন্যদের উদগ্র কামনার শিকার হতে বাধ্য হত -(সুত্র ২২, ২৬, ২৯)। ওগুলোতে যুদ্ধবন্দীনির কথা সরাসরি নেই, দাসীর সাথে দৈহিক সংসর্গের অনুমিতি দেয়া আছে। এর সাথে মিলিক্যে নিন - "বন্দী হইবার কারণে নাবালক ও নারীরা দাসে পরিণত হয়। যুদ্ধবন্দিনী হওয়া মাত্র নারীদের পূর্বের বিবাহ বাতিল হইবে" - (সুত্র-ঝ)। আর ওর ভিত্তিতেই দেখুন সাহাবীরা কি বলেছেন "আমরা যুদ্ধের গণিমত হিসাবে প্রাপ্ত রমনীদের সাথে আজ্‌ল করিতাম"- (সুত্র ৭)। এ ছাড়া যুদ্ধবন্দিনীদের দুর দেশে পাঠিয়ে দাসের হাটে বিক্রীও করা হত- (সুত্র ২৩)।

এর সাথে সাথে একে ওকে তাকে উপহার হিসেবে দাসী দেয়ার রেয়াজ তো ছিলই। দাসী উপহার দেয়াটা আদি ভারতেও ছিল প্রচুর। জিনিসপত্রের চেয়ে জীবন্ত-সুন্দরী যুবতী দাসী উপহার দিলে উপহারের মান-মর্য্যাদা আকাশ-ছোঁয়া হয়, উপহার দাতা বিশেষ তৃপ্ত হন। গ্রহীতাও নিকট ভবিষ্যতের রোমাঞ্চিত-সম্ভাবনায় সবিশেষ পুলকিত হন। সাধারণ মুসলিমের সমাজে দাসীরা এক মনিবের উপহার হিসাবে অন্য মনিবের, এবং সেই নুতন মনিবের উপহার হিসেবে নুতন কোন মনিবের বিছানায় যেতে বাধ্য থাকত। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এই বর্বরতা কতদিন চলত? কোথাও লেখা নেই, কিন্তু বোঝাই যায় যে দাসীদের যৌবন থাকা পর্য্যন্ত। তখন বিয়ে করার পয়সা থাকলে দাসীকে বিয়ে করা ছিল নিষিদ্ধ অথবা নৈব নৈব চ', (মাকরূহ) বিভিন্ন ইমামের মতে (সুত্র-৮)। নবী (দঃ) নিজেই মারিয়া কিবতিয়া কে মিসরের রাজার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন এবং গ্রহণও করেছিলেন। ফেরাউনের কাছ থেকে হজরত ইব্রাহীমও হজরত ইসমাইলের মা বিবি হাজেরাকে দাসী-উপহার গ্রহন করেছিলেন (বিয়ে করেছিলেন নাকি দাসী রেখেছিলেন এ ব্যাপারে মতভেদ আছে)। যাক, ওসব হল নবী-রসুলের বাপ্যার।

একথা বলতেই হবে যে, ইসলাম দাস-দাসী দের মুক্তি দেয়ার অনেক উপায় রেখেছে, যা আগে ছিলনা। এক্ষেত্রে ইসলামের অবদান নিঃসন্দেহে প্রসংসনীয়। যেমনঃ-

১। রমজানে রোজা না রাখলে বা রোজা রাখার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলে, দাস-দাসীদের মুক্তি দাও- -(সুত্র-২)।
২। কোন গর্ভবতীকে আঘাত করে কেউ গর্ভপাত ঘটালে তাকে দাস-দাসী দিয়ে ক্ষতিপুরণের রায় দিতে পারে আদালত (সুত্র-৩)।
৩। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দাস-দাসী দের মুক্তি দাও, (সুত্র-১১)।

৪। রোজা অবস্থায় হঠাৎ আল্লা-রসুলের প্রতি খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে দাস-দাসী মুক্তি দাও - (সুত্র-২৫)।

৫। ধর্মকর জাকাতের (বছরের সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ) পয়সা দিয়ে দাস-দাসী কিনে তাদের মুক্তি দিতে পার - (সুত্র-২৭)।

৬। দাসীদের মুক্ত করে বিয়ে করার চমৎকার চাপও দিয়েছে ইসলাম, একেবারে ডবল সওয়াবের কথা বলে এ মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে -(সুত্র-১৪, ১৮, ১৯)।

৭। ক্রীতদাসদের বলা হয়েছে ‘‘ভাই’’। বোন কথাটা উচ্চারণ করে না বললেও ওটা বুঝে নেয়া যায়। একই খাবার-পোষাক দিতে বলেছেন নবীজী, সাধ্যাতীত কাজ দিতে নিষেধ করেছেন, আরও অনেক ভালো কথা আছে (সুত্র -১৫)।

মুক্ত করার বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলিম ক্রীতদাসদেরই মুক্ত করার কথা বলে দিয়েছে কোরাণ - (সুত্র ৬)। তবে যেহেতু দাসকে না দাসীকে মুক্তি দিতে হবে তা বলে হয়নি, এতে কিছু দাসীদের না হোক, দাসদের ভাগ্য খুলেছে নিঃসন্দেহে। যৌবনের মুফত খেলনাকে কে-ই বা হাতছাড়া করতে চায়! যৌবন ছাড়া সে মরুভুমির সমাজে চিত্তের বা দৈহিক বিনোদনের ছিলই বা কি। স্বাভাবিকভাবেই ওপরের সুবিধেগুলো শুধু বড়লোকদের জন্যই, যেমন খরচবহুল হজ্ব বা তীর্থে যাওয়া। দাস-মুক্ত করে পাপ-মোচনের বা পুণ্য-অর্জনের ওই সুবেধেগুলো দাস-দাসীরা নিজেরা কখনোই নিতে পারেনি কারণ তারা নিজেরা-ই ছিল দাস-দাসী। নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের ওই ব্যবস্থাগুলো দিয়ে মানুষ স্রষ্টার দোকানে পাপ-মুক্তি অথবা পূণ্য কেনার জন্য মানুষকেই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন মন্দিরে- গীর্জায় সেবাদাসী উপহার দিয়ে বা নরবলি দিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ কেনা হত।

দাসী-স্ত্রীর বেলায় দুই বারেই তালাক হয়ে যায়, তিন বার লাগে না। তাতে দাসীটার আরও একটু সুবিধে হল। সুত্রটা এ মুহুর্তে মনে নেই, পেলে দেব পরে। যে হতভাগী দাসীগুলোর যদি একই সাথে দুই, তিন, বা দশ-বারো জন মনিব ছিল, কিভাবে কাটত তাদের দিন-রাত? সহি বোখারী সেটা বলছে দু’একটা নয়, ছয় ছয়টা হাদিসের দলিলে (সুত্র ৯)। কে জানে কত হাজার হতভাগী নিরপরাধিনীর জীবন-যৌবন শুধু এর ওর তার বিছানায় বিছানায় কেটেছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। উষর মরুর ধুসর বালুতে এখনো বুঝি শুকিয়ে আছে কিছু অশ্রুকণার দাগ, হা হা ঘুর্নিবায়ুর লু’ হাওয়ায় কান পাতলে এখনো বুঝি অস্ফূটে শোনা যাবে মাতৃজাতি নারীকণ্ঠের চাপা কাতর গোঙানী। সুত্রের একটা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, - ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪২১, হাদিস নম্বর ৬৯৮ থেকেঃ-

‘‘আল্লাহ’র নবী (দঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন এজমালি (যার অনেক মালিক আছে) দাস-দাসীকে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে এবং তার কাছে পুরো মুক্তি দেবার মত যথেষ্ট অর্থ থাকে তাহলে তার উচিত কোন ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা সেই দাস-দাসীর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা, এবং তার অংশীদার দের তাদের অংশের মূল্য দিয়ে সেই দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়া। তা না হলে সে শুধু সেই দাস-দাসীকে আংশিক মুক্ত করল’’।

এর সাথে মিলিয়ে নিন হানাফি আইনের দলিল, যা কিনা মালিকদের দৈহিক সম্ভোগকে আইনতঃ হালাল করেছে ঃ- -‘‘অংশীদার (মালিকগন) পরস্পরের সম্মতিক্রমে ক্রীতদাসীকে দৈহিকভাবে উপভোগ করিতে পারিবে’’ (লেখা আছে Carnal Connexion)- (সুত্র- ১)।

এখন, এ যদি সত্য হয়, তবে একের পর এক বিভিন্ন মনিব দ্বারা এই সব হতভাগিনীদের বিরতিহীন যৌন-নিপীড়নের অন্তহীন গোঙ্গানীর যে ‘‘মুক্তি’’, তার মুল্য কে দেবে? সেই দাসীরা আশরাফুল মাখলুকাত নয়? এতে করে কোরাণের সেই দৃপ্ত ঘোষণাঃ- ‘‘তোমার যত মঙ্গল সব আসে আল্লার কাছ থেকে, আর যত অমঙ্গল সব আসে তোমার নিজের কাছ থেকে’’ (সুত্র ২৮), কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আর, এ যদি অসত্য হয় তবে তা আমাদের জানাবার দাবী রইল আমাদের ইসলামী লেখকদের কাছে, জামাতীর কাছে। শুধু অন্ধ-বিশ্বাস দিয়ে সিসিল দলিল আর বোখারী-তাবারী-হানিফা-শাফিই’- ইবনে হিশাম-ইশাক-সিসিল দলিল এবং অন্যান্য দলিলের প্রমাণগুলো ধুয়ে ফেলা যাবে না।

এবারে দেখা যাক উচ্ছেদ তো দুরের কথা ক্রীতদাসত্ব কিভাবে বরং আরও মজবুত হয়েছে।

১। "দাসী (স্ত্রীর) গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহন করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক" (সুত্র-১০)। বিয়ে করা দাসীর বাচ্চা-ই যদি গোলাম হয় তবে বিয়ে না-করা দাসীর বাচ্চারা তো গোলাম হবার কথাই। এতে করে দাস-প্রথা চলবে আল্-আতুর, নিরন্তর।

২। সম্পত্তির ওপরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হয়। ট্যাক্স দেয়া বড্ড কষ্ট, চিরকাল মানুষ এটা ফাঁকি দিতে চেয়েছে। আর ফাঁকি দেবার পদ্ধতিটা হালাল হলে তো কথাই নেই। অন্যান্য সম্পত্তির ওপরে জাকাত থাকলেও ক্রীতদাস-সম্পত্তির ওপরে জাকাত নেই (সুত্র -১২)। অর্থাৎ অলক্ষ্যে দাস-ব্যবসায়ে টাকা খাটানোকে উৎসাহিত করা হল। তার একমাত্র মানেই হল দাস প্রথাকে শক্তিশালী করা হল।

৩। ক্রীতদাস যদি মালিক ও আল্লাহকে ঠিকমত মেনে চলে তাহলে তার দ্বিগুন সওয়াব হবে। এতে দাসের মনে আরও একটা শেকল পরানো হল (সুত্র ১৩ ও ১৪)।

৪। এটা একটা মারাত্মক প্রথা। এবং অবিশ্বাস্যও বটে। উপাসনা-আরাধনা কবুল না হওয়াটা কোন বিশ্বাসীর জন্য একেবারে মরে যাবার সমান। বলা হয়েছে, এমনকি মুক্তি দেবার পরেও যদি কোন ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে তার কোন ভালো কাজ বা ইবাদত কবুল হবে না (সুত্র-২০)।

৫। এটাও একটা মারাত্মক প্রথা। এবং আরও অবিশ্বাস্য। এবং মর্মান্তিক। যদি কোন ক্রীতদাস তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তবে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তার কোন ইবাদত কবুল হবে না (সুত্র ২১)। এই নিয়মে দাস-প্রথাকে একেবারে চরম শক্তিশালী করে তোলা হল। মালিকের ক্রমাগত অত্যাচারে দাসের প্রাণান্ত হতে পারে কিন্তু সে বিদ্রোহ তো দুরের কথা, পালাতেওপারবে না।

নবী (দঃ) বলেছেন, "যেমন ভাবে দাস-দাসীদের মার, তেমন ভাবে কখনো স্ত্রীদের মারবে না। তারপর (অর্থাৎ স্ত্রীদের মারার পর) রাতে তাদের সাথে শোবে" - (সুত্র ২৪) । অর্থাৎ কোন কোন মালিক দাস-দাসীদের ঠিকই মারপিট করত, কোন কোন মালিক কখনো না কখনো তা করবেই। আর দাসীদের বিবাহ-বন্ধন? "হজরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে ইহুদী বা খ্রীষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ" (সুত্র ১৭, এ ব্যাপারে অবশ্য মওলানাদের দ্বিমত আছে)।

এবারে খোদ কোরাণের আয়াতের জামাতি-ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করছি। পয়সা জিনিসটার জন্য পুরুষ চিরকালের পাগল, পয়সার জন্য সে আকাশ পাতাল তছনছ করে ছাড়ে। ক্রীতদাসী যখন সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিকে পয়সা পাবার জন্য খাটানো যাবে না কেন? তাকে বেশ্যা বানিয়ে দিলেই তো প্রতিদিন অঢেল কামাই, তাই না? বেশ।

"তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য কোর না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" -(সুত্র ১৬)।

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, কাদের প্রতি? যারা কোন অপরাধই করেনি, তাদের প্রতি? দাসীরা তো ধর্ষিতা। ধর্ষিতার প্রতি আবার দয়ালু কি? নিপীড়িতদের কি ক্ষমা করা যায়? বিচারক তাঁর বিচারে ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু হতে পারেন শুধু অপরাধীর প্রতি-ই, অত্যাচারিতার প্রতি নয়। তা ছাড়া, যারা অত্যাচারটা করল, সেই অপরাধী মালিকদের শাস্তি কই? অন্যখানে? অপরাধ এখানে, ক্ষমা-দয়া এখানে আর শাস্তিটা অন্য কোথাও? এ কেমন অদ্ভুতুড়ে কথা? প্রশ্নটা করলেই জামাতিরা বলেন, "ওটা জবরদস্তি হলেও সংসর্গটা অবৈধ তো, কাজেই ওই ধর্ষিতা দাসীরা হল গিয়ে খুবই পাপী আর গুনাহ্গার। আর পরম ক্ষমাশীল তো পাপের ক্ষমা করবেনই"। না স্যার, উত্তরটা কিন্তু গ্রহনযোগ্য হলনা। আসল বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধে দেখে আপনি সবেগে চম্পট দিচ্ছেন পানি ঘোলা করে। এর চেয়ে অনেক সহজে গ্রহনযোগ্য হবে যদি বলেন যে আপনি জানেন না, আলীমুল গায়েবের অনেক রহস্যই আমরা জানিনা, জানব না কোনদিন। "আমি জানি না" কথাটা খারাপ নয়।

সারাংশঃ- মোদ্দা কথাটা হল, পরাধীনতার এত "প্রমাণ"-এর পরেও স্বাধীনতার মহান বাণী আছে ইসলামে। কিন্তু সে বাণীতে পৌঁছবার পথে ওপরের তথ্য-প্রমাণগুলোকে পাশ কাটানোর চেষ্টা আমরা যতবার করব, ততবারই মধ্যপ্রাচ্যের গরম চোরাবালুর অনন্ত গহ্বরে ঢুকে যাব। বরং সরাসরি ওগুলোর মুখোমুখি হয়ে আক্ষরিক অর্থ পার হয়ে ভাবার্থে পৌঁছলেই আমরা দেখব, ইসলামে মুক্তিও আছে, স্বাধীনতাও আছে। শর্ত,

কোরাণটা হাতে নিয়ে - "শুধু তুমি একবার, খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার, বাহিরেতে চাহ,- - অনন্ত আকাশ হতে, বহিয়া আসুক স্রোতে, বৃহৎ প্রবাহ"। সেই বৃহৎ প্রবাহ মাথায় ঢুকলেই আমরা বুঝব, কেতাবের অক্ষরে ইসলাম বন্দী নেই, আছে সেই অক্ষরকে মানবতার আলোয় উপলব্ধি করার মধ্যে। তখন ওপরের প্রত্যেকটা তথ্যকে নুতন দৃষ্টিতে দেখতে পারব আমরা, ওগুলোর মানেও বদলে যাবে। শারিয়া-জামাতির ধুর্তামি আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে তা হবে না, চাই কোরাণের বৃহৎ বাণীর পতাকাবাহী অরাজনৈতিক মুসলমান। কিভাবে তা সম্ভব, তা দেখিয়ে গেছেন কিছু মুসলমান দার্শনিক। আমরা সেই মনীষিদের পাত্তা না দিয়ে শুধু গো-আজম আর মত্যানিজামীর পেছনে ঘুরি তাই আজ আমাদের হাতে-মুখে লেগে আছে মানুষের আর মানবতার রক্ত, তাই আজ "আল্লার আইন" নাম নিয়ে রাজা হয়ে সেঁটে বসেছে কোরান-বিরোধী হিংস্র নিষ্ঠুর নারী-বিদ্বেষী অমানবিক আইন। কেতাবের অক্ষরে বন্দী হয়ে বিরাট মওলানার উপলব্ধির কি সর্বনাশ হয়েছে আর সমাজকে তিনি কি সর্বনাশের দিকে ঠেলেছেন তা নীচে দেখুন। গরু-ছাগলের হাটের মত উনি এখন আইনসিদ্ধ ক্রীতদাসের হাট চান, যেখানে আপনি নেড়ে চেড়ে টিপে টিপে দেখে শুনে দরদাম করে হালাল পদ্ধতিতে অগুন্তি পুরুষ কিনতে পারবেন কাজ করার জন্য আর অগুন্তি নারীদেহ কিনতে পারবেন উত্তপ্ত বিছানার জন্য আর উপহার দেবার জন্য। ট্যাঁকে টাকাকড়ি কম থাকলেও অসুবিধে নেই, বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ারে কেনার সুব্যবস্থা আছে। বিছানার সময়টা শুধু ভাগ করে নিতে হবে। সাব্বাশ! এই না হলে রাজনৈতিক ইসলাম আর তার পাক্কা ধর্মগুরু!!

জীবনের হুলুস্থুল ব্যস্ততায় সুত্রগুলো একটু আগে-পরে হয়ে গেল। দেখতে চাইলে ফ্যাক্স নম্বর পাঠাবেন, দুনিয়ার যে কোন জায়গায় পৃষ্ঠার ফটোকপি ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেব।

Author of Saudi Curriculums Advocates Slavery - Saudi Information Agency
Independent Saudi News
editor@arabianews.org - নভেম্বর ৭, ২০০৩

Shaikh Saleh Al-Fawzan, is member of the Senior Council of Clerics, Saudi Arabia's highest religious body, a member of the Council of Religious Edicts and Research, the Imam of Prince Mitaeb Mosque in Riyadh, and a professor at Imam Mohamed Bin Saud Islamic University.

November 7, 2003 …Shaikh Saleh Al-Fawzan, the main author of the Saudi religious curriculum expressed his unequivocal support for the legalization of slavery in one of his lectures recorded on a cassette and obtained exclusively by SIA news. "Slavery is a part of Islam," he says in the tape, adding: "Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam.". Al-Fawzan refuted the mainstream Muslim interpretation that Islam worked to abolish slavery by introducing equality between the races. "They are ignorant, not scholars," he said of people who express such opinions. "They are merely writers. Whoever says such things is an infidel."

অর্থাৎ মৌদুদির জামাত আর তাঁর "মাসতুতো ভাই" সৌদি মোল্লার মত লোকেরা চিরকাল ইসলামী শান্তি-সাম্য-স্বাধীনতার তেশ মেরে দিয়েছেন। এই সব দানবের হাত থেকে স্বাধীনতা পেতেই হবে বিশ্ব-মুসলিমের, কিন্তু জামাতি-দানবকে সমর্থনও করব অথচ স্বাধীনতার কথাও বলব, তা হয় না।

ধন্যবাদ।

সুত্রঃ-

১। চ-এর পৃষ্ঠা ২৩১।
২। খ -এর আইন নম্বর ১৬৬৯, ১৬৭৪, ১৬৮১ ইত্যাদি।
৩। গ-এর হাদিস নম্বর ২৬৩০ এবং ২৬৩১।
৪। ক-এর পৃষ্ঠা ১২৫৭।
৫। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৭১৫।
৬। সুরা নিসা, ৯২।
৭। গ-এর হাদিস নম্বর ২৪৩৪ ও ২৪৩৫, ঘ-এর ৩য় খন্ড, হাদিস ৭১৮ ও অন্যান্য।
৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
৯। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩ ও ৭০৪।
১০। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
১১। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৬৯৫ ও ৬৯৬।
১২। ঘ-এর ভল্যুম ২, হাদিস নম্বর ৫৪২ ও ৫৪৩ এবং গ-এর হাদিস নম্বর ১১০৮।
১৩। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৮।
১৪। ঘ-এর ভল্যুম ৪, হাদিস নম্বর ২৫৫।
১৫। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৯ থেকে ২৩৯১ এর অংশ ও ২৬১৭।
১৬। সুরা আন্-নূর, আয়াত ৩৩।
১৭। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
১৮। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৭২০।
১৯। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৬।
২০। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৯৪ ও ভল্যুম ৪, হাদিস নম্বর ৪০৪।
২১। ছ-এর পৃষ্ঠা ৩৭৭।
২২। সুরা আল্ মুমিনুন, আয়াত ৫, ৬, ৭।
২৩। জ-এর ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ১১২।
২৪। গ-এর হাদিস নম্বর ২৪৬৮।
২৫। খ-এর আইন নম্বর ১৬৭৫।
২৬। সুরা আল্-আহযাব, আয়াত ৫২।
২৭। খ-এর আইন নম্বর ১৯৩৩।
২৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৬৭।
২৯। সুরা আল্ মা'আরিজ, আয়াত ২৯, ৩০, ৩১।

(ক) বাংলায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ - মওলানা মুহিউদ্দীন খান।
(খ) ইসলামী আইনঃ- আয়াতুল্লাহ আল্ উজামা সৈয়দ আলী আল্ হুসায়নী আল্ সীস্তানী।
(গ) বাংলায় সহি বোখারীর সংকলন :-- মুহম্মদ আবদুল করিম খান।
(ঘ) সহি বোখারীর ইংরেজী অনুবাদঃ- ডঃ মুহম্মদ মুহসীন খান, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।
(ঙ) হাদিস সংকলনের ইতিহাসঃ- মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম।
(চ) হানাফি আইন হেদায়া - ইংল্যান্ডের ব্যরিষ্টারী স্কুলে পড়ানো হয়।
(ছ) রুহুল কোরাণ :- মওলানা আবদুদ দাইয়ান। (বইটাকে কে যেন চক্ষুদান করেছে)।
(জ) "কাসাসুল আম্বিয়া" র অনুবাদঃ- মওলানা বশিরুদ্দীন ও মওলানা বদিউল আলম।
(ঝ) উমদাত আল্ সালিক - ইমাম শাফি'র আইন নম্বর- o9.13 - পৃষ্ঠা ৬০৪।